R. N. No. 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট, চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।

পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ. ৪৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ; ২২শে চৈত্র, বুধবার, ১৩৮৪ সাল। ৫ই এপ্রিল, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

সংযুক্ত কিষাণ সভার সম্মেলনে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক

বিশেষ প্রতিনিধি, সাগরদীঘি : পয়লা এপ্রিল সাগরদীঘি হাই স্কুল ময়দানে সংযুক্ত কিষাণ সভার দু'দিনব্যাপী মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে রাজ্য কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেন। তিনি বলেন, ভিয়েৎনামের পথে সশস্ত্র লড়াইয়ে নামতে হবে। সে বিপ্লব হবে রক্তাক্ত বিপ্লব। এ ছাড়া কোন পথ নাই। নাঙ্গা হয়ে লড়াই করা চলবে না। দেবুবাবু বলেন, তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেন বলে সমালোচনার সম্মুখীন হন; কিন্তু তিনি নিজে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দিয়ে গর্ব বোধ করেন। কারণ, নেতাদের কাছ থেকে তিনি সে শিক্ষাই পেয়েছেন। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নামে বদমাশের দল গ্রামে গ্রামে কায়েমী স্বার্থ কায়েম করেছিল। আমরা এবার পঞ্চায়েত নির্বাচন করে গ্রামে গরীব মানুষের সংগঠন গড়ে তুলতে চাই। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বেশী ক্ষমতা দেওয়া হবে পঞ্চায়েতগুলিকে। কিন্তু সাবধান! ক্ষমতার গর্ব আমাদের যেন পাগল করে না দেয়, সে দিকে নজর রাখতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে রক্তাক্ত ধারাকে প্রতিহত করতে হবে। সংসদ সদস্য ত্রিদিব চৌধুরী বলেন, দেশের ৭০% কৃষিজীবীর মধ্যে চাষের উপযোগী যন্ত্রপাতি, সেচ, সার প্রভৃতি পৌঁছে দিতে হবে, জমিবণ্টন ব্যবস্থার অদলবদল করতে হবে, কল-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে হবে এবং সংগঠন আরো শক্ত করে আন্দোলন করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হলে আন্দোলন বন্ধ করে দিলে চলবে না।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুলিশের চোখের সামনে দুঃসাহসিক ডাকাতি, গৃহস্বামী গুরুতর আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ : পাঁচজন সশস্ত্র পুলিশের চোখের সামনে ২ এপ্রিল রাত্রে জঙ্গিপুর রেল ষ্টেশন সংলগ্ন মিঞাপুরের একটি বাড়ীতে দুঃসাহসিক ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। ডাকাতদের আক্রমণে আহত গৃহস্বামী মনোজ গুহকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রবিবার অনুমানিক রাত সাড়ে বারটা নাগাদ ১৫/১৬ জন লোক সশস্ত্র অবস্থায় অতর্কিতে মনোজবাবুর বাড়ী আক্রমণ করে। তারা বোমা ফাটায় ও দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকে এবং ব্যাংক থেকে তোলা ৭০ হাজার টাকা দাবি করতে থাকে। মনোজবাবু ব্যাংক থেকে টাকা তোলার কথা অস্বীকার করলে বাড়ীর বাইরে এনে তাঁকে অমানুষিক

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর সাব-জেলে পাখা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি, সাগরদীঘি : পয়লা এপ্রিল সাগরদীঘিতে সংযুক্ত কিষাণ সভার মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলনের প্রথম দিন প্রকাশ্য সমাবেশের পর রাজ্যের কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, জঙ্গিপুর সাব-জেলে বৈদ্যুতিক পাখা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। গত বছর আগষ্ট মাসে তিনি জঙ্গিপুর সাব-জেল সম্প্রসারণ ও জেলের শৌচাগার সংস্কারের যে নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন সে সম্পর্কে কারামন্ত্রী বলেন, ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটে তার জন্য সংস্থান রাখা হয়েছে। আর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মে মাসে রাজ্যের জেল পরিদর্শক কমিটিগুলি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হবে। পঞ্চায়েত মারফৎ গ্রামের রাস্তা, নালা প্রভৃতি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নির্বাচনের আদেশ

অরঙ্গাবাদ, ৫ এপ্রিল—জঙ্গিপুরের জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনের আদেশ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে আদালত থেকে এই নির্বাচনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। রায়ে ডিফলটার ছাত্রদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে তারা প্রার্থী হতে পারবে না। যারা দু'মাসের বেতন ও সেসন চারজ দিয়েছে, তারা প্রার্থী হতে পারবে। এ খবর দিয়ে অধ্যক্ষ শ্রীকুমার আচার্য জানিয়েছেন, ১৯ এপ্রিল প্রাতঃকালীন বিভাগের এবং ২০ এপ্রিল দিবা বিভাগের ছাত্রসংসদ নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়েছে।

ফরাক্কা পরিদর্শন

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৫ এপ্রিল—বাঙলাদেশে ভারতের হাই কমিশনার কে পি এস মেনন গত বৃহস্পতিবার ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। ভারত-বাঙলাদেশ জলবণ্টন চুক্তি সম্পাদনের পর এই প্রথম একজন হাই কমিশনার ফরাক্কা পরিদর্শন করলেন।

সাগরদীঘিতে জলাভাব

নিজস্ব সংবাদদাতা : "জলের অভাবে গ্রামাঞ্চলে দুঃসহ অবস্থা দেখা দেবে না"—বামফ্রন্ট সরকারের এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সাগরদীঘি সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের চরম ব্যর্থতায় সাগরদীঘির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তীব্র জলাভাব দেখা দিয়েছে। দশটি অঞ্চলের প্রায় ২০০ গ্রামে বেশীর ভাগ টিউবওয়েলই অকেজো হয়ে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ,

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা সম্ভব নয়

ধুলিয়ান, ৫ মারচ—সামসেরগঞ্জ ব্লকের পারলালপুরে একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলার দাবির ভিত্তিতে গত সপ্তাহের জঙ্গিপুর সংবাদে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিনিধিকে গতকাল এক সাক্ষাৎকারে সে সম্পর্কে জানিয়েছেন, পারলালপুরে নতুন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রবীন্দ্র ভবন প্রকল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ মারচ—জঙ্গিপুরের অসমাপ্ত রবীন্দ্র ভবন তৈরীর জন্য মহকুমা শাসকের অফিস থেকে ৫৩ হাজার টাকার একটি প্রকল্প তৈরী করে সরকারী অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে জানিয়েছেন ভবনটি সম্পূর্ণ করতে এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে বলে বলা হয়েছে। শহর উন্নয়নের প্রশ্নে মহকুমা শাসক জানান, সি এম পি ও-র নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় জঙ্গিপুর পুরসভার জন্য ২৮ হাজার টাকার বাকী দুটি প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে চৈত্র বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল

অনুন্নতদের প্রশ্নে

অনুন্নতদের জন্য চাকরির ২৬% সংরক্ষণ বিষয়ে রাজ্য সরকারের ঘোষণাকে কেন্দ্র করিয়া বিহারের গণ্ডগোল এখন তুঙ্গে। জনতা নেতৃবৃন্দ এই সমস্যা সমাধানের জন্য আলাপ-আলোচনা জরুরী ভিত্তিতে চালাইয়া যাইতেছেন এবং আশা করিতেছেন যে, কয়েক দিনের মধ্যেই একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহাদের আলোচনার যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, তাঁহারা সমস্যার কেন্দ্র-বিন্দুতে যাইতে চাহিতেছেন না। জনতা দলের সভাপতি চন্দ্রশেখর যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, আন্দোলন সংরক্ষণের বিরুদ্ধে নহে; এই আন্দোলন হইতেছে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা ধনী এবং অপেক্ষাকৃত অভিজাত—তাঁহারাই এই সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সুকৌশলে ভোগ করিয়া লইবেন, এই ভীতিতে। কিন্তু ইহাই কি সত্য? মনে হয়, না। আক্ষরিক অর্থে অনুন্নত শ্রেণী বলিতে যাহা বুঝায়, সরকারী বয়ানে কিন্তু তাহা বুঝায় না। সরকার অনুন্নত শ্রেণী বলিতে বিশেষ কয়েকটি বর্ণ বা জাতিকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। গণ্ডগোলের মূলে রহিয়াছে এই কারণ। স্বাধীনতা লাভের ত্রিশ বৎসর পরেও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে যদি জাতিপাঁতির সরকারী ব্যবধান থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাহা গৌরবের নহে। সেই স্থলে অনুন্নত শ্রেণী বলিতে যে শ্রেণীর মানুষ (যে কোন জাতির) আজও আর্থিক দিক দিয়া উন্নতি করিতে না পারায় শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিছাইয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে, তাহাদিগকে যদি গণ্য করিবার রীতি চালু করা হইত, তাহা হইলে এই অসন্তোষ সমূলে উৎপাটিত হইত। আয়ের সীমা বাঁধিয়া দিয়া নির্দিষ্ট জাতি বিচার না করিয়া দরিদ্র এবং সে কারণেই উন্নতির সুযোগ গ্রহণে অপারগ জনগণকেই সরকারী সাহায্য দেওয়া উচিত। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র জাতি-ভিত্তিক তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া বিভেদের শিকড়কে জিয়াইয়া রাখা হইতেছে। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের ইন্ধন যোগাইবার সুযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। যত শীঘ্র এই প্রথার বিলোপ-সাধন হয়, ততই মঙ্গল।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

সৃজন-পোষণ

দু'এক মাস ধরে জঙ্গিপুর ব্যারেজের বাস্তুকার মশাই মাষ্টার রোলে লোক নিয়োগ করছেন অগণতান্ত্রিক প্রথায়, গোপনে, নিজের ইচ্ছানুসারে। আমরা বার বার ধরনা দিয়েও কোন কাজ পাই না। অথচ দুঃখের বিষয় তিনি নিজের শ্যালককে কলকাতা থেকে আনিয়ে, আমাদের দাবি অগ্রাহ্য করে, মাষ্টার রোল কর্মী হিসেবে নিয়োগ করেছেন। এতেই উনি ক্ষান্ত হননি, অফিসের বড়বাবুর মেয়েকেও গোপনে চাকরিতে নিয়োগ করেছেন। আমাদের মত বেকার এবং গরীব মানুষের কথা শোনার মত সময় তাঁর নাই। এক বিরাট চক্র সৃষ্টি করে তিনি ব্যারেজ অফিসটিকে নিজের জমিদারী হিসেবে ব্যবহার করছেন এবং স্বজন-পোষণের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন।

—আহরণ, বাঙ্গাবাড়ী, রঘুনাথগঞ্জ ও গাঙ্গিনের বেকার ও গরীব মানুষের পক্ষে অখিলচন্দ্র দাস।

ডাক-তার সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ, ২ এপ্রিল— ন্যাশনাল ইউনিয়নের পরিচালনায় আজ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এ্যাডভোকেট কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ডাক-তার-টেলিফোন কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাদেশিক বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। কর্মচারীদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ এবং সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ডাক কর্মচারী নেতা চিত্ত দাস বলেন, প্রত্যেক সংস্থার জন্য একটি মাত্র সংগঠন থাকা উচিত। ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদের প্রাধান্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের লোক থাকতে পারে; কিন্তু নিজস্ব মতবাদের প্রতিফলন সংগঠনে যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত বিভাগীয় কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মেলনে যোগ দেন।

যেতে যেতে পথে

সুদাস মালী

[আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ, অথচ তারই মধ্যে রয়ে গেছে অসাধারণত্বের এক অদৃশ্য ব্যঞ্জনা, এই রকম নারী-চরিত্রের ছবি আঁকছিলেন সুদাস মালী তাঁর নির্দিষ্ট ফিচার 'এ দৈন্য মাঝারে'-তে। এবার নতুন শিরোনামে তিনি পথ-চলতি কিছু নরনারীর নিসর্গ দৃশ্যের বা ঘটনার ভাষাচিত্র আঁকবেন। আশা করি, এগুলি আমাদের আনন্দের এবং কিছু ভাবনার খোরাক যোগাবে। —সম্পাদক]

'পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি'—হেমন্ত মুখার্জীর এই বিখ্যাত গানখানা কে না শুনেছেন। তার যন্ত্রের ঠিক জায়গায় সঠিক ঘা দিলেই স্বর ও সুরের নির্ভুল কম্পন সৃষ্টি হয়। মানুষের আনুভূতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার রকম-সকম বোঝাতে আমাদের ঐ তার-যন্ত্রের উপমাকে টেনে আনতে হয়। একদিন মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দরজার বাইরে পা রাখছি, তখনই, ঠিক তখনই, রেডিও থেকে শ্রীমুখার্জীর কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো: পথ হারাবো বলে এবার পথে নেমেছি।

বলা দরকার, আমার চোখে জল এসেছিল। পেছন ফিরে দুয়ারে দাঁড়ানো জননীকে আমি বারবার ফিরে ফিরে দেখছিলাম। আর অঢেল কান্নায় বল্লম বেঁধা সাপের মতো আমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে উঠছিল।

তারপর, আপন মনে পথে নেমে পথ হারানোর বিচিত্র অনুভূতি, কোন মধুর স্মৃতির মতো আমাকে আবিষ্ট করে রাখলো অনেকক্ষণ। হয়তো বা এরই নাম সুখাবেশ। কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে অনেক উঁচুতে যেখানে চলে গেছি। তার নাম হয়তো স্বর্গ নয়,—কিন্তু নরকও নয়, যন্ত্রনাবিহীন এক স্নিগ্ধ রিক্ততা, যা কাঁদায় পোড়ায় না। এই রকম অহৈতুকী তন্ত্রজালে জড়িয়ে জড়িয়ে আমি যখন রঙিন, রেশমী-কোমল ঘেরাটোপে বন্দী, তখন কোন এক শিশুর করুণ কান্না ইথার-তরঙ্গের মতোই কানে এসে ঘা দিলে। আমি আমার নিবিড় নীড় থেকে হঠাৎ উন্মোচিত হলাম।

কত দূর চলে এসেছি ট্রেনের চাকায় চাকায়, কোন ষ্টেশনে গাড়ি থেমেছে, কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু জানালা থেকে দেখছি, প্লাট-ফরমের করবী গাছের তলায় একটা হুড়মুতনি কাণ্ড চলেছে। বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত কাতরাচ্ছে। হাত পা ছুঁড়ছে: একজন মহিলা ওকে সামলাতে পারছে না। মেয়েটির কান্নার ভাষা, শুধু একটি বাক্যের মধ্যেই আটকা পড়ছে: মাগো, আমি যাবো। ... মাগো আমি যাবো।

যিনি মা, তাকে দেখছি, তিনিও কাঁদছেন, তবে সরবে নয়, নীরবে, এবং গোপনে। তাঁর উদ্গত অশ্রু ধারা চোখের পাতার নীচে নেমেই হারিয়ে যাচ্ছে আঁচলের খুঁটে। তাঁর কণ্ঠে অশেষ আশ্বাস, অফুরন্ত সান্ত্বনা, এক সাগর সোহাগ। অদূর ভবিষ্যতে তাঁর ফিরে আসার পৌনঃপুনিক প্রতিশ্রুতি। তখন গাড়ির পেছনে বাঁশী বেজেছে, সবুজ পতাকা উড়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গাড়ির সামনের যন্ত্র-দানবটাও গর্জে উঠেছে। গাড়ি চলছে। জানালায় মুখ বাড়িয়ে করবী গাছের তলায় আমি সেই মাছটাকে তখনও লাফাতে দেখছিলাম। ঘুরে দেখি, মাছের মাটি আমাদের কামরায়, আমারই সামনের আসনে বসে আপন মনে কাঁদছেন। ওঁর দু'চোখের গরম জলের ধারা এবার দু'গাল বেয়ে নেমে আসছে অবিরল।

মাগো! স্বগতোক্তির মতো বোধ হয় বলে উঠলাম, 'মাগো!' আমি ফেলে এসেছি আমার মাকে, তুমি এসেছো তোমার মেয়েকে। তুমি কাঁদছো বিচ্ছেদ বেদনায়। আমি কাঁদছি মধুর সুখাবেশে। কেন না, আপাততঃ আমি চলেছি সৌখীন ভ্রমণে, পূজার ছুটিতে। আমার দৃষ্টি এখন নীড়ের বাইরে, চারপাশে ছড়ানো আকাশ ও পৃথিবীর বিরাট বন্ধনীর রেখা-প্রেক্ষাপটে। অয়ি মহীয়সী! আমার উন্মোচন তোমাকে দিয়েই। আমি তোমাকে প্রণাম জানাই।

অভাবের সংসার। বাঁচার জন্যে লড়াই চলেছে দুবেলা। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। তাই, খানিকটা আর্থিক সাশ্রয়ের জন্যে আর্থিক সঙ্গতিপন্ন মাসীর কাছে মেয়েকে রেখে যাচ্ছেন হয়তো এরই নাম নির্বাসন। দারিদ্র্য কাউকে রেহাই দেয় না, বাৎসল্যকেও না। এই হতভাগ্য দেশের জননীকে প্রণাম জানিয়েই কি পাপমোচন হবে আমার? এ প্রশ্নের উত্তর আমি আজও পাইনি।

ডাকাতি, খুনোখুনি

সাগরদীঘি, ৫ এপ্রিল—পরশু রাত্রে এই থানার সাঁকোবাজার গ্রামে দীপক রায়ের বাড়ীতে একদল ডাকাত হানা দিয়ে নগদে ও গহনায় প্রায় দু' হাজার টাকা লুঠ করেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, ডাকাতির অব্যবহিত আগে পর্যন্ত মোরগ্রামে জাতীয় সড়কে টহলদার পুলিশের গাড়ী টহল দিচ্ছিল। গাড়ীটি অনুপপুরের দিকে যাওয়া মাত্র বীরভূমের ওই ডাকাত দল দীপকবাবুর বাড়ীতে হানা দেয়। এবং টহলদার পুলিশের গাড়ীটি ঘুরে আসার কয়েক মিনিট আগে তারা ডাকাতি করে চম্পট দেয়। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, ডাকাত দলের একজন সাগরদীঘি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এবং কিছু জিনসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

আর একটি খবরে জানা গেছে, জঙ্গিপুর এলাকার ডাকাত দল নবগ্রাম ও পাকুড় এলাকায় ক্রমাগত ডাকাতি করছে বলে লালবাগ ও পাকুড় প্রশাসন থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে।

হত্যাকাণ্ড ঃ পুলিশ সূত্রের আর একটি খবরে প্রকাশ, ৩১ মার্চ সাগরদীঘি থানার লক্ষ্মীরহাটডাঙ্গায় হুঁকারহাটের সুধাকর ঘোষের প্রহারের ফলে লালগোলা থানার গয়েসপুর গ্রামের গুরুপদ ঘোষ নামে একজন নিহত হয়েছেন। বাবলা গাছের ফল কাটা নিয়ে মনোমালিন্য ঘটায় সুধাকর ঘোষ লক্ষ্মীডাঙাহাটের বাথানে চড়াও হয়ে গুরুপদ ঘোষকে প্রহার করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরের পরদিন তাঁর মৃত্যু ঘটে।

মৃতদেহ উদ্ধার ঃ ফরাক্কা থানার কানুপুর মাঠ থেকে ফরাক্কা পুলিশ ৩ এপ্রিল জনৈকা মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতার শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে জানানো হয়। পুলিশ পরে জানতে পারে নিহত মহিলার নাম ঝালন বিবি (২০), স্বামীর নাম রেজু সেখ, বাড়ী সামসেরগঞ্জ থানার পাহাড়ঘাট গ্রাম।

চুরি ঃ চুরির উপদ্রব দমনে রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি পুলিশের ব্যর্থতার পরিচয় বারবার পাওয়া যাচ্ছে। এই সপ্তাহের গোড়াতেই সাবডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বাসাসহ রঘুনাথগঞ্জ শহরে ৩টি বাড়ীতে এবং

আহলে হাদীস সম্মেলন

ধুলিয়ান, ৪ এপ্রিল—৬৩ তম প্রাদেশিক আহলে হাদীস সম্মেলন ধুলিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দু' দিনের এই মহাসম্মেলনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে শতাধিক মৌলানা ও সহস্রাধিক ধর্মপ্রাণ মুসলমান যোগদান করেন।

চোখের সামনে ডাকাতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রহার করা হয়। হেঁসো, লাঠি রামদা প্রভৃতির আঘাতে মনোজবাবু রক্তাপ্লুত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান। স্ত্রী পাড়িদেবীর কাছে ডাকাত দল সোনা ও জিনিসপত্র মিলিয়ে কয়েক হাজার টাকার দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে বোমা ফাটাতে ফাটাতে পালিয়ে যায়।

এদিকে ঘটনাস্থলের ৫০/৮০ গজের মধ্যে পাঁচজন রাইফেলধারী পুলিশসহ একটি পুলিশ জীপ দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতিবেশীদের আর্ত চীৎকার, অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও ডাকাতদের প্রতিরোধে তারা এগিয়ে আসেনি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। রঘুনাথগঞ্জ থানাতে বার কয়েক ফোনে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে একজন তরুণ অফিসার সংবাদদাতার প্রতি অপ্রিয় মন্তব্য করেন। অপর দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে মহকুমা পুলিশ অফিসার সংবাদদাতার কাছে পুলিশী উপস্থিতির কথা স্বীকার করেন। তাঁর কাছ থেকে জানা যায় জীপটি নিয়ে ঐ রাত্রে পুলিশবাহিনীর ঘটনাস্থলের বিপরীত দিকে রাণীনগর গ্রামে যাওয়ার কথা ছিল। ঘটনা ঘটার দশ মিনিটের মধ্যেই তারা ছুটে আসে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও পুলিশ ডাকাতি প্রতিরোধে বিলম্ব করেছে কেন এবং রাণীনগরে না গিয়ে 'সুরা সাকী ও সমাজবিরোধীদের আড্ডাখানা' মিঞাপুরে তারা কি প্রয়োজনে গিয়েছিল? ঘটনা সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ে গোপন তদন্তের প্রয়োজন বলে গ্রামবাসীরা দাবি জানাচ্ছেন। সর্বশেষ খবরে জানা গিয়েছে পুলিশ সন্দেহক্রমে ৩ জনকে আটক করেছে।

সাগরদীঘি থানার মেঘাশিহারা গ্রামে একই রাত্রে ৩টি বাড়ীতে চুরি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। এমনিতেও টুকটাক চুরি লেগে আছে।

ফরাক্কায় আন্দোলন

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৫ এপ্রিল—ব্যারেজ স্কুল এবং হাসপাতাল কর্মীদের কেন্দ্রীয় হারে বেতন এবং অন্যান্য ভাতা প্রদান, অগ্নিনির্বাপক সংস্থাকে নির্দিষ্ট কাঠামোয় সংগঠিতকরণ, পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্যস্থান পূরণ এবং প্রকল্প চালু রাখার দাবিতে ফরাক্কা ব্যারেজ ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের পাঁচ দিনব্যাপী আন্দোলন শেষ হল পয়লা এপ্রিল। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী হয়েও রাজ্য সরকারের বেতন হারে স্কুল ও হাসপাতাল কর্মীদের বেতন ও ভাতা প্রদান ব্যবস্থা সংশোধনের দাবিতে সমিতি দীর্ঘদিন ধরে আবেদন-নিবেদন করেও কোন ফল পাননি। তাই তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন বলে জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি-দাওয়া পূরণ না হলে আন্দোলন আরো জোরদার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিকো

ইলেকট্রিক মোটর ও
মোটর পাম্পসেট

ডিলার : **ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর**

বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ

Phone :- Farakka 24

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহকারী ও বিড়ির লেবেল প্যাকার ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১৩৮৫ সালের ১লা বৈশাখ হইতে এক বৎসরের জন্য বিড়ি সরবরাহ ও লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণ ১৩৮৪ সালের ৩১শে চৈত্রের মধ্যে সীল করা টেণ্ডার অরঙ্গাবাদের সংশ্লিষ্ট বিড়ি ব্যবসায়িগণের নিকট পৃথকভাবে দাখিল করিবেন।

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী
সেক্রেটারী,
অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস্ এসোঃ
১৪ই চৈত্র, ১৩৮৪ সাল।
পোঃ অরঙ্গাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ

আর্থিক বছরের চাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩১ মার্চ ১৯৭৭-৭৮ সালের যে আর্থিক বছর শেষ হল, তার চাপ সামলাতে এবার ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার জঙ্গিপুর শাখায় একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। প্রকাশ, ব্যাঙ্ক থেকে ট্রেজারীকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ৩১ মার্চ বিকেল তিনটের পর কোন বিল নেওয়া হবে না। কিন্তু ৩১ মার্চ শিক্ষকদের বেতন ও সরকারী বিলের এত চাপ ছিল যে নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত বিল নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ব্যাঙ্কের কর্মীরা বিল নিতে অস্বীকার করলে উপস্থিত শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ হন এবং ঘেরাওয়ের হুমকি দেন বলে জানা যায়। শেষ পর্যন্ত মহকুমা শাসকের অনুরোধে শিক্ষকদের বিল নেওয়া হয়। ৪ এপ্রিল এক সাক্ষাৎকারে মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে জানান, মানবিক কারণে ওই দিন নির্দিষ্ট সময়ের পরও বিল নেওয়া হয়েছে। কারণ, বিল না নেওয়া হলে শিক্ষকদের চার মাসের বেতন আটকে যেত।

জমি বিক্রয়

উত্তরে ডাকবাংলো ও পীচ রাস্তা পশ্চিমে আদালত, রেজিষ্ট্রি অফিস, ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও পীচ রাস্তা, দক্ষিণে পীচ রাস্তা, পূর্বে সরাইখানা সংলগ্ন স্থানে পৌনে দুই কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। অনুসন্ধান করুন।

সত্যব্রত সরকার
অধ্যাপক, জঙ্গিপুর কলেজ

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সাগরদীঘিতে জলাভাব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্লক উন্নয়ন কমিটি এবং ব্লকের বি ডি ওকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি। এদিকে বসন্তের শেষার্ধেই রৌদ্রের তাপে বহু পুকুরের জল শুকিয়ে গেছে। ফলে সাগরদীঘি ব্লকের সংশ্লিষ্ট এলাকায় জলের তীব্র হাহাকারে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি রব পাড়ছেন। আদিবাসী এলাকা ভুক্ত চাঁদপাড়া গ্রামের আদিবাসীদের অভিযোগ, সাগরদীঘি ব্লকের কর্ত্তারা তাদের দিকে কোনরূপ দৃষ্টি দেন না এবং বারবার বলেও এই এলাকার টিউবওয়েলগুলো মেরামতের কোন চেষ্টা ব্লক থেকে করা হয় না।

জঙ্গিপুর সাব-জেলে পাখা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংস্কারের কাজের জন্য স্বাস্থ্য ও পূর্ত বিভাগ থেকে ব্যয়-বরাদ্দের এক শতাংশ টাকা খরচের যে প্রস্তাব রাজ্য সরকারের ছিল সে সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, উন্নয়নে ২৫ কোটি টাকা পঞ্চায়েত মারফৎ খরচ করা হবে। কোথায় কি কাজ হবে তা ঠিক করবেন নির্বাচিত সংস্থা। আপাততঃ কয়েক লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুরে একটি রুরাল ফারমেসী স্থাপন করা হয়েছে।

সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যতদিন না বড়লোকী ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে ততদিন লড়াইয়ের প্রয়োজন আছে। বামফ্রন্ট সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার করে লড়াইয়ে এগিয়ে আসতে হবে, পুঁজিবাদীর শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে। সংযুক্ত কিষাণ সভার রাজ্য সভাপতি ও রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য বলেন, মুষ্টিমেয় কিছু লোকের লোভের আগুনে পুড়ে ভারতবর্ষ ছারখার হয়ে গিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে মাত্র ১৩ জন পুঁজিপতির টাকার অঙ্ক ৮৮৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৪০০ কোটি ৬০ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। বিগত ত্রিশ বছরে ধনী ধনী হয়েছে, গরীব গরীব হয়েছে। পুষ্টি রিপোর্ট বলছে, দেশের ৬০ কোটি লোকের মধ্যে পুষ্টির অভাবে ১২ কোটি লোক অকেজো হয়ে গিয়েছে। এদের বেঁচে থাকার কথা নয় তবু বেঁচে আছে। সমাজতন্ত্রের পথেই বাঁচার পথ বের করতে হবে। এ দেশের মানুষ স্বৈরাচার বরদাস্ত করে না, গত বছরের নির্বাচন সে শিক্ষা দিয়েছে। সেই স্বৈরাচারী শাসনের ভূত আমাদের ঘাড়ে যেন না চাপে, এটা আমাদের দেখতে হবে। মিসা বাতিল হলেও মিসার রকমফের আবার আসছে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে। অথচ এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাই স্বৈরাচারী শাসনের উৎস। আমরা চাই না ক্ষমতা রাজভবনে কেন্দ্রীভূত থাক। আমরা তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে গুরুত্ব দিয়েছি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সত্যপদ ভট্টাচার্য। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অমল কর্মকার, শিবু সান্যাল, সংযুক্ত কিষাণ সভার রাজ্য সম্পাদক অশোক চৌধুরী প্রমুখ। পরদিন প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেন।

ডেপুটেশন ঃ পয়লা এপ্রিল সংযুক্ত কিষাণ সভার প্রকাশ্য সমাবেশের প্রাক্কালে সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য সমীপে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে এ্যামবুলেনস, চিকিৎসক, প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রভৃতির দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। পরে জনৈক মুখপাত্র জানান, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সামনে গ্রামবাসীদের এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তেলের খরচ না পেলেও পয়লা এপ্রিল থেকে এ্যামবুলেনস পাওয়া যাবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি বিবেকানন্দ স্মরণোৎসব

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ এপ্রিল—৩ ও ৪ এপ্রিল স্থানীয় সার্বজনীনতলা প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি ও বিবেকানন্দ স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ওই দু'দিন বেদপাঠ ও ভজন কঠোপনিষদ পাঠ, মঙ্গলারতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম বিষয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানগুলিতে বেলুড়মঠ ও সারগাছি আশ্রমের কয়েকজন স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন।

আর ভোটগ্রহণ কেন্দ্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খোলা সম্ভব নয়। দুটি গ্রাম নিয়ে গঠিত একটি গ্রামসভা প্রাকৃতিক কারণে দুই ভাগে বিভক্ত—একটি নদীর এক প্রান্তে, অপরটি অন্য প্রান্তে। গ্রামসভা পৃথক হলে আর একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা সম্ভব ছিল। কিন্তু তা নাই বলে আর সম্ভব নয়।

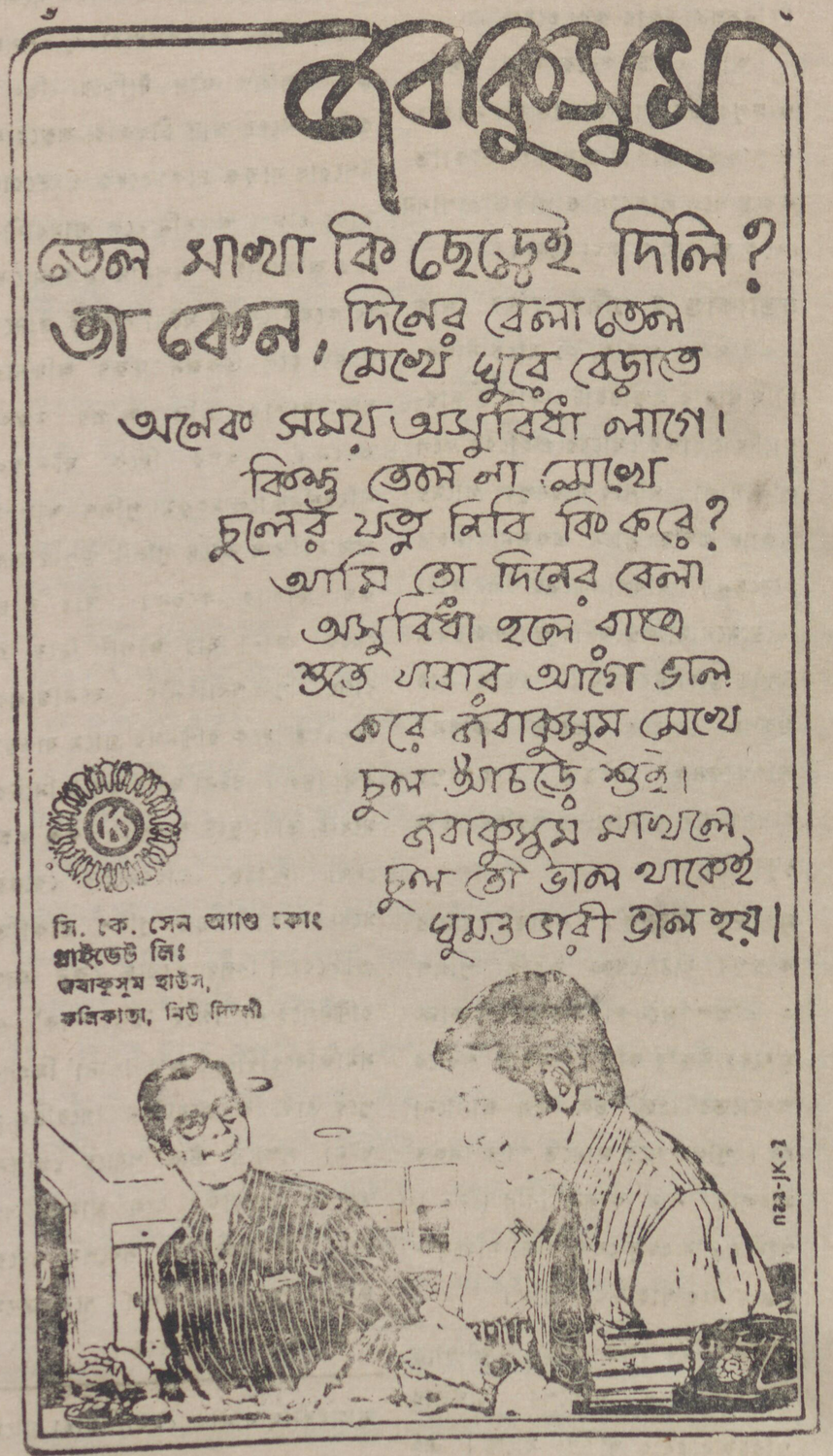

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।